যুক্তরাষ্ট্র ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় দুত নিয়োগ করবে

লি তারহুন
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ৫ই জুলাই -- গত ২৭শে জুন ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টার মসজিদের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের মর্মার্থই ছিল ইসলামের জন্য আমেরিকানদের যথার্থ অনুভূতি।

প্রেসিডেন্ট আরো ঘোষণা করেন যে ইসলাম সম্পর্কে "জানা ও শেখা"-র জন্য এবং মুসলিম দেশগুলো থেকে আগত প্রতিনিধিদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি আদান-প্রদানের জন্য তিনি ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন দুত নিয়োগ করবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, "সমীহপূর্ণ সংলাপ ও অব্যাহত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে আমাদের আগ্রহ তুলে ধরার" লক্ষ্যেই এই দুতের নিয়োগ। এটিই সর্বপ্রথম কোনো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন দুত নিয়োগ।

প্রেসিডেন্ট বুশ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আমরা সেই দিনটির জন্য কাজ করে যাব যখন ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিন রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করবে।"

এই ইসলামিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে "মুক্ত মানুষ হিসেবে আমেরিকায় ধর্মের বৈচিত্র্য ও জনগণের ঐক্য উদযাপন" হিসেবে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বুশ কবি রুমির কবিতার চরণ উদ্ধৃত করেন যেখানে বলা হয়েছে "বাতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও আলো তো একই।"

ওয়াশিংটনের এই ইসলামিক সেন্টারটি যে সড়কে অবস্থিত ঠিক সেই সড়কেই রয়েছে খৃস্টানদের কয়েকটি গির্জা, একটি ইহুদী ধর্মমন্দির এবং একটি বৌদ্ধ মন্দির । আর এই ধর্মমন্দিরগুলো এমনই এক সমাজের সাক্ষ্য বহন করে যেখানে "জনগণ কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়াই বসবাস করতে পারে ও তাদের পছন্দমত উপাসনা করতে পারে।"

ইসলামিক সেন্টারের দীর্ঘদিনের ইমাম আব্দুল্লাহ এম. খোঁজ প্রেসিডেন্ট বুশকে পরিচয় করিয়ে দেন। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং অপর আরেকজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার কথা স্মরণ করেন।

উনিশশ' সাতান্ন সালে এই ইসলামিক সেন্টারটি উৎসর্গ করার সময় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার এটিকে "ওয়াশিংটনের অন্যতম সুন্দর ভবন" হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, "এ দেশে আপনাদের নিজস্ব গীর্জা এবং যার যার ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনালয় রাখার ক্ষেত্রে আপনাদের অধিকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র তার সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে যাবে।" পঞ্চাশ বছর পর এসে প্রেসিডেন্ট বুশ সেই একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করলেন।

তিনি বলেন, "ধর্ম পালনের স্বাধীনতা আমেরিকার চরিত্রে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে অন্য কারোও এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে আমরা বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে নিই।"

প্রেসিডেন্ট বুশ আরো বলেন, আমাদের "সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ" হচ্ছে "চরমপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছে সেই সব উদারপন্থীদের বিজয়ী হতে সহায়তা করা।" তিনি চরমপন্থীদের এবং যেভাবে তারা ইসলামকে ও যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে তার নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "এসব শত্রুরা মিথ্যা দাবী করে যে আমেরিকা মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে এসব সত্য হচেছ, এসব উগ্রপন্থীরাই ইসলামের আসল শত্রু।"

গত ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সংঘটিত আক্রমণের কয়েক দিন পর প্রেসিডেন্ট বুশ ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং তখনও তিনি আমেরিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন।

ইরান ও পাকিস্তানে ভূমিকম্প এবং ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় সুনামি আঘাতের পর ওই সব দেশে ত্রাণ সাহায্য পাঠানোর কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে মুসলিম দেশগুলোতে সহায়তার ক্ষেত্রে উদারতা প্রকাশ তাদের প্রতি আমেরিকানদের বন্ধুত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

তিনি বলেন, "যুগোশ্লাভিয়া বিভক্তির পর আমাদের দেশ বসনিয়া এবং কসোভোর মুসলমানদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করেছিল। সুদানে গণহত্যা মোকাবিলায় আজ আমরাই বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করছি।"

মুসলিম বিশ্বে নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বুশ বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ পশ্চিমা দেশগুলির চাপিয়ে দেয়া কোন পরিকল্পনা নয়; বরং এটি ঐ অঞ্চলের জনগণ তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তা বেছে নেবে।"

উপসংহারে বুশ বলেন, "আমেরিকা তার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।"

প্রেসিডেন্ট বুশের এই ভাষণের বিস্তারিত ওয়েবসাইটের এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে: (http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=texttrans-english&y=2007&m=June&x=20070626154822lnkais0.6946985&t=livefeeds/wf-latest.html) এবং প্রেসিডেন্ট আইজেহাওয়ারের বক্তব্য পাওয়া যাবে (http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=texttrans-english&y=2007&m=June&x=20070627124943eaifas2.862185e-02&t=livefeeds/wf-latest.html) এই ঠিকানায়।

==========

(ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা।)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*